ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহীমু

ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

সংক্ষিপ্ত
অজিফা

কুতুববাগ দরবার শরীফ

৩৪, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ফোন-৮৮-০২-৪১০২৪০৯১

Web site : www.kutubbaghdarbar.org.bd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহীমু

ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

সংক্ষিপ্ত অজিফা

____

____

____

____

প্রাপ্তি স্থান

কুতুববাগ দরবার শরীফ

৩৪, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ফোন-৮৮-০২-৪১০২৪০৯১

E-mail

info@kutubbaghdarbar.org.bd

www.kutubbaghdarbar.org.bd

kutubbagh darbar sharif

“সুফীবাদ’ই শান্তির পথ”

-খাজাবাবা কুতুববাগী

“মানব সেবাই পরম ধর্ম”

-খাজাবাবা কুতুববাগী

প্রকাশনায় :

কুতুববাগ দরবার শরীফ

৩৪, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ফোন-৮৮-০২-৪১০২৪০৯১

উৎসর্গ

পীরজাদা হযরত খাজা গোলাম রাব্বানী (রঃ)

পীরজাদা হযরত খাজা গোলাম রহমান (রঃ)

তোমরা সত্যবাদীগনের সঙ্গী হও।
- আল কোরআন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	দয়াল খাজাবাবার পরিচিতি	৩
২.	শাজরা শরীফ	৬
৩.	তরিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা	৮
৪.	সংক্ষিপ্ত অজীফা	১২
৫.	পাক কালাম ফাতেহা শরীফ	১২
৬.	পাক কালাম ফাতেহা শরীফ ও নফল শরীফের মোনাজাত	১৩
৭.	ফরজ নামাজের মোনাজাত	১৬
৮.	খতম শরীফ ও মোনাজাত	১৭
৯.	উছিলা ধরা ও মোরাকাবা মোশাহেদা	২০
১০.	দরূদ শরীফের মোনাজাত	২৬
১১.	মুরিদের আদব	২৭
১২.	গজল	২৯
১৩.	মাসয়ালা ও ফতুয়া	৩০

সাবধান, নিশ্চয়ই আউলিয়াগনের কোন ভয় এবং চিন্তা নাই।
- আল কোরআন

দয়াল খাজাবাবার পরিচিতি

দয়াল খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ (মাঃ জিঃ আঃ)

আমাদের প্রাণপ্রিয় মহান মোর্শেদ আরেফে কামেল, মোর্শেদে মোকাম্মেল যুগের শ্রেষ্ঠতম হেদায়েতের হাদী নক্শবন্দি মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বর্তমান যুগের ধারক ও বাহক শাহ্ সূফী দয়াল খাজাবাবা হয়রত সৈয়দ জাকির শাহ্ (মাঃ জিঃ আঃ) হুজুর ক্বেবলাজান সাহেবের পিতা-মোঃ খলিলুর রহমান মুন্সি ও মাতা-মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন, তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার, বন্দর থানার কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সেই হুজুর ক্বেবলাজান মাতৃহারা হন।

দাদীমার ইন্তেকালের পর লাশ যখন জানাযা নামাযের জন্য মাঠে আনা হয়, তখন দাদীমার পালিত এক পাল গরু নদীর ওপার থেকে সাঁতরিয়ে এসে লাশের সামনে দাঁড়ায় এবং জানাযা শেষে প্রতিটি গরুর চোখ দিয়ে পানি ঝরতে দেখা যায়। দাদী মায়ের ইন্তেকালের পর বাবাজানের চাচীমা অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে অতি যত্ন সহকারে এই তাপসকে লালন-পালন করেন। হুজুর ক্বেবলাজানের বয়স যখন আট-নয় বছর তখন চাঁদপুর জেলার দরবেশগঞ্জের আলেম মাওলানা মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। মাওলানা সাহেব ভবিষ্যতের এই মহান সাধককে পেয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আরবী ও বাংলা শিক্ষা দেন।

ইলম (শরীয়ত ও মারেফাতের) শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ - আল হাদীস

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ অবস্থায় বাবাজান কামেল পীর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফরিদপুর জেলার হযরত শাহ্ চন্দ্রপুরী (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য যান এবং মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। মাজার শরীফ জিয়ারতের সময় চন্দ্রপুরী (রঃ) এর রুহানী নির্দেশ পেয়ে খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ মাতুয়াইল (দরবারে মোজাদ্দেদীয়া) দরবার শরীফের পীরে কামেল, মোর্শেদে মোকাম্মেল হাদীয়ে জামান হেদায়েতের নূর আলেমে হাক্কানী আলেমে রাব্বানী, মোফাছ্ছিরে কোরআন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্সূফী কুতুবউদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নকশবন্দী মোজাদ্দেদী সাহেবের দরবার শরীফে যান। হযরত শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) তার সামনে উপস্থিত কাজী শওকত ও নুরুল ইসলাম মাষ্টার সাহেবদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মাঝে উপস্থিত এই জাকের যার মধ্যে অলীত্বের ছাপ রয়েছে।

তখন বাবাজান ক্বেবলা দাদা হুজুর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) সাহেবের নিকট তিনটি এলমে মা'রেফতের তত্ত্ব জানতে চাইলেন, দাদা হুজুর মাতুয়াইলী (রঃ) বললেন, বাবা আপনি যদি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর রূহানীভাবে জানতে পারেন তাহলে আগামী শুক্রবার আমার কাছে এসে বাইয়্যাত গ্রহণ করবেন। ভবিষ্যতের মহান সাধক খাজাবাবা হযরত জাকির শাহ্ (মাঃ জিঃ আঃ) এলমে মা'রেফতের তিনটি তত্ত্বের উত্তর রূহানীভাবে পেয়ে পরবর্তী শুক্রবার দরবারে মোজাদ্দেদীয়া মাতুয়াইল দরবার শরীফে এসে বাইয়্যাত গ্রহণ করেন এবং আপন পীরের খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিবে, সে ব্যক্তি কখনও দোজখে প্রবেশ করিবে না - আল হাদীস

খাজাবাবা হযরত জাকির শাহ্ (মাঃ জিঃ আঃ) সুদীর্ঘ দশ বছর জান ও মাল দিয়ে আপন পীরের খেদমত করে সন্তুষ্টি অর্জন করেন। এই সময় হযরত শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) ভবিষ্যতের এই মহান সাধক খাজাবাবা কুতুববাগীকে এলমে শরিয়ত, এলমে তরিকত, এলমে হাকিকত ও এলমে মা'রেফাত এর শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেন এবং নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত দান করেন।

হুজুর ক্বেবলাজানের আপন পীর হযরত শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) নারায়নগঞ্জ জেলার, বন্দর থানা, কলাগাছিয়া ইউনিয়নের, শুভকরদী গ্রামে এসে খানকা শরীফ উদ্বোধন করেন এবং নকশবন্দী মোজাদ্দেদীয়া তরিকা প্রচার করতে হুজুর ক্বেবলাজানকে আদেশ করেন।

খাজাবাবা কুতুববাগীর আপন পীর আলহাজ্ব মাওলানা হযরত কুতুবউদ্দীন আহম্মদ খান সাহেবের নাম অনুসারে বন্দর থানায়, সল্লেরচক এলাকায় কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই সারা বিশ্বে তরিকা প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু হয়।

এরপর ঢাকার প্রাণকেন্দ্র (৩৪, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, শের-ই-বাংলা নগর) কুতুববাগ দরবার শরীফ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখান থেকে বিশ্বব্যাপী তরিকা প্রচারের কাজ চলিতেছে।

কিছুর সময় ধ্যান করা ৬০ বছর নফল ইবাদত বন্দেগীর চেয়ে উত্তম- আল হাদীস

নক্‌শবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শাজরা শরীফ

১. ছরওয়ারে কায়েনাত মোফাখ্‌খারে মউজুদাত হযরত আহ্‌মদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন্‌ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৫. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হাসান খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত শাহ্‌ খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহমুদ আনজীর ফাগ্‌নবী (রঃ)
১৩. হযরত খাজা শাহ্‌ আজীযানে আলী আররামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা সাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্‌ আমীর সৈয়দ কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)
২০. হযরত শাহসূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)

এলমে শরীয়ত বাহিরের দিককে পরিশুদ্ধ করে, আর এলমে তাসাউফ অন্তর পবিত্র করে - ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)

২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২. হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)
২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দ মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ)
২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিন্নূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)
২৭. হযরত মাওলানা শেখ আবদুর রহীম মোহদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩১. হযরত শাহ্সূফী নুর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
৩২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)
৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ্ মেহেদীবাগী (রঃ)
৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩৫. মোজাদ্দেদে জামান শাহন শাহ্ তরিকত হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নকশ্বন্দী মোজাদ্দেদী (রঃ)
৩৬. শাহান শাহ্ তরিকত মোফাছছিরে কোরআন আলহাজ্ব হযরত মাওলালা শাহসূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩৭. আরেফে কামেল, মোর্শেদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্সূফী দয়াল খাজা বাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ কুতুববাগী নকশ্বন্দি মোজাদ্দেদী (মাঃ জিঃ আঃ)

আল্লাহকে চিনিবার পথে অনেক দুঃখ কষ্ট ও লোক নিন্দা সহ্য করিতে হয় - দয়াল খাজাবাবা কুতুবাগী

তরিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

তরিকা আরবী শব্দ এর অর্থ হল রাস্তা, পথ, পন্থা, পদ্ধতি, রীতি ও উপায় ইত্যাদি। পীর মাশায়েখ ও অলী-আল্লাহগনের পথ, পদ্ধতি ও মতাদর্শকে তরিকা বলে। তবে উহা কেরআন হাদীস অনুসারে হতে হবে। কোরআন হাদীসের কোন খেলাফ কর্মকান্ড হক বা সত্য তরিকা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যে রাস্তায় চলিলে আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তষ্টি অর্জিত হয় ঐ রাস্তা বা পথকে হক বা সত্য তরিকা বলা হয়। এই হক বা সত্য তরিকা গ্রহণ করার জন্য মহান আল্লাহ পাক কোরআন কারীমে সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :

"ওয়া কূ-নু মা' আছ সোয়াদিক্কীন"

অর্থ : তোমরা সাদিক (সত্যবাদী) লোকের সঙ্গী হও। হক্কানী তাফসীরে, সোয়াদিক্কীন দ্বারা পীর-মাশায়েখগণকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। তাই অলী আল্লাহ গণের সান্নিধ্য লাভ করার কথা আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন পাকেই বলেছেন তাই অলী আল্লাহগণের তরিকা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ পাক কোরআনে অন্যত্র বলেছে :

"ইওাবি ছাবিলা মান্ আনা-বা ইলাইয়া"

অর্থ : আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ কর। আল্লাহ পাক কোরআনে অন্যত্র বলিয়াছেন :

"ইয়া আইয়্যু হাল্লাযীনা আ-মানুওাকুল্লাহা অবতাগু ইলাইহিল উছিলাহ।"

নামাজ হলো মু'মিন লোকের জন্য মে'রাজ।
- আল হাদীস

অর্থ : হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহতায়ালাকে ভয় করো এবং তাহাকে পাওয়ার জন্য উছিলা (মাধ্যম) তালাশ করো- সূরা মায়েদা, আয়াত-৩৫। বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ রহিয়াছে এই উছিলা হইলেন কামেল অলী আল্লাহগণ। কামেল অলী আল্লাহগণের পথই প্রকৃত সত্যের পথ। আল্লাহ তা'য়ালা যাহাদের মঙ্গল কামনা করেন তাহাদেরকে এই সত্য পথ দেখানোর জন্য কামেল পীরের সন্ধান মিলাইয়া দেন। তাই আল্লাহতা'য়ালা বলেন :

"ওয়া মাঁই ইউদলিল্ ফালান তাজিদা লাহু অলিয়্যাম মুরশিদা"

অর্থ : যাহারা পথভ্রষ্ট, তাহারা কামেল মুর্শিদের সন্ধান পাবে না- সূরা কাহাফ আয়াত-১৭ । অর্থাৎ কামেল পীর ধরা তাদের নসীব হবে না। পীর ধরা, মুরীদ হওয়া, বাইয়্যাত হওয়া, তরিকা গ্রহণ করা এসব কিছুরই একই অর্থ এবং এর উদ্দেশ্য হইল খোদা প্রাপ্তির পথ হাছিল করা। কোরআন শরীফে সূরা ফাতাহ এর ১০ নং আয়াতে বাইয়্যাতের কথা উল্লেখ আছে-

"ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুবা ইউনাকা ইন্নামা ইয়ুবা ইউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদী হিম"

অর্থ : হে নবী, যারা আপনার হাতে বাইয়্যাত গ্রহণ করল তারা মূলত আমার হাতেই বাইয়্যাত গ্রহণ করল। আমার হাত তাহাদের হাতের উপর রহিয়াছে। এই আয়াতের হুকুম কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বহাল থাকিবে। আমাদের দয়াল নবীজি পর্যন্ত নবুয়্যতের দরজা শেষ। নবীজির সঠিক উওরাধিকারী নায়েবে নবী ও বেলায়েত প্রাপ্ত অলীগণ কেয়ামত পর্যন্ত আসিতে থাকিবেন। যাহারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন তাহারাই হলেন এই বেলায়েতের অধিকারী। যুগের সকল মানুষকে তাহাদের কাছে বাইয়্যাত গ্রহণ করা অর্থাৎ মুরীদ হওয়া একান্ত কর্তব্য ও জরুরী।

রাসূল (সাঃ) এর মোহব্বাতই প্রকৃত ঈমান
- দয়াল খাজাবাবা কুতুবাগী

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে :

"তালাবুল ইলমি ফারীদাতুল আ'লা কুল্লি মুসলিমি'উ ওয়া মুসলিমাতিন"

অর্থ: এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। এই এলেম আবার দুই প্রকার- এলমে শরীয়ত ও এলমে মারেফত। খোদা প্রাপ্তির পথে উভয় প্রকার এলমই অতীব জরুরী। এই উভয় বিদ্যা অর্জন করিতে হইলে যাহাদের কাছে এই উভয় বিদ্যা আছে তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম আজম আবু হানিফা (রা.) বলেন:

"লাউলা-ছিনতা-নে হালাকা নু'মানু"

অর্থ : আমি নু'মান যদি আমার মোর্শেদ ইমাম বাকের (রঃ) এর দুই বছর খেদমত না করিতাম তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইতাম। তিনি আরো বলেন :

"এলমে শরীয়ত বাহিরের দিককে পরিশুদ্ধ করে। আর এলমে তাসাউফ ভিতরের দিককে পবিত্র করে"

যে ব্যক্তি ফিকাহ ও তাসাউফ আমল করল সে ব্যক্তি জাহেরী এবং বাতেনী উভয় দিক পরিশুদ্ধ হইয়া কামেল মু'মিনের দরজা লাভ করিল। এলমে মারেফত ইহা আল্লাহ তা'য়ালা দেওয়া বিশেষ দান। এই ইলমে মারেফত শিক্ষা করার জন্য হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিযির (আঃ) এর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বুখারী শরীফে অনেক জায়গায় হযরত মুসা (আঃ) যে খিযির (আঃ) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তার প্রমাণ আছে। আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ) বড় আলেম হওয়ার পরও তিনি হযরত শামছে তিবরিযী (রঃ) এর কাছে তরিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমার জিকিরের সহিত নামাজ কায়েম কর।
- আল কোরআন

তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ মসনবী শরীফে উল্লেখ করেন-

"খোদ বখোদ কামেল না শোদ মাওলায়ে রুম
তা গোলামে শামছ তিবরিযী না শোদ"

অর্থ: আমি নিজে নিজে মাওলানা রুমি হইতে পারি নাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি শামছে তিবরিযী (রঃ) এর গোলাম হইয়াছি। আল্লামা রুমী (রঃ) আরো বলেন-

"দর হাকীকত গাশতীয়া দূর আয খোদা
গর শুভি দূর আয ছোহবতে আওলিয়া"

অর্থ : সত্যিকারে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হইতে দূরে আছে, যে ব্যক্তি অলী আল্লাহগণের নিকট হইতে দূরে থাকে। আল্লামা রুমী (রঃ) আরো বলেন ঃ

"আগারখাহী হাম নাশিনী বা খোদা
গো নাশিনাদ্ দর হুযুরে আওলিয়া"

অর্থ : তোমরা যদি আল্লাহর দরবারে বসতে চাও, তবে অলী আল্লাহগণের সামনে বস।

হে সকল আশেকান জাকেরান আপনারা যদি খোদা প্রাপ্তির পথ হাসিল করতে চান, তাহলে তরিকতের অজীফা সমূহ সঠিকভাবে পালন করেন। তবেই খোদা প্রাপ্তির পথ আপনাদের হাসিল হইবে।

যদি আপনার আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর মোহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করিতে চান তাহলে কামেল পীরের সাহচর্য লাভ করার চেষ্টা করুন। - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

সংক্ষিপ্ত অজিফা

খোদা প্রাপ্তি তত্ত্বের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন যে সকল অজীফাসমূহ এবং তরিকতের অন্যান্য কাজ করিতে হইবে, নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তাহা বর্ণিত হইল।

সকল ফরজ নামাজের পর কয়েকবার (নফী ইছবাত)
লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লাহ্ এর জিকির করিবেন।

ফজর ওয়াক্ত

ফরয নামাজের পর আদবের সাথে বসিয়া মনোযোগ সহকারে নিম্নের পাক কালাম ফাতেহা শরীফ এবং খতম শরীফ অবশ্যই পাঠ করিবেন।

পাক কালাম ফাহেতা শরীফ

* আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ সহ তওবা (ইস্তেগফার) পাঠ করিবেন-৭বার।

উচ্চারণ : "আস্তাগফিরুল্লা-হা রাব্বী মিন্ কুল্লি জাম্বিউ ওয়াতুবু ইলাইহি।"

অর্থ : হে প্রভু! আমি আমার সকল গুনাহর জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনার নিকট নিজেকে সোপর্দ করিতেছি।

* বিস্মিল্লাহর সাথে সূরা ফাতেহা (আলহামদু সূরা)- ৩বার
* বিস্মিল্লাহর সাথে সূরা ইখলাস (কুলহু আল্লাহু সূরা)- ১০ বার
* নক্শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার দরূদ শরীফ- ১১ বার

যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হইতে চান তা হইলে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম মানিয়া চলুন। ইহাতে মারেফাতের জ্ঞান অর্জন করা সহজ হইবে - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁউ উছিলাতী ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম্।

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আহলে বাইতের প্রতি দরূদ ও সালাম যিনি আপনাকে পাওয়ার একমাত্র উছিলা বা মাধ্যম। উক্ত ফাতেহা শরীফ পড়া হইতে তরিকতের শিক্ষা দেওয়া নিয়মানুযায়ী মোনাজাত করিবেন।

ফাতেহা শরীফের ফজীলত

এই পাক কালাম ফাতেহা শরীফে অনেক ফজীলত নিহিত রহিয়াছে। ইহা নিয়মিত মাঠে গুণাহ সমূহ মাফ হয় এবং কঠিন কোন বালা-মুছিবতে পতিত হইবেন না।

ইহা পাঠ করিয়া কবর বাসীর জন্য দোয়া করিলে কবর বাসীর আযাব মাফ হয়। ইহা পাঠে আল্লাহ এবং দয়াল নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি হাসিল হয় এবং চার খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব আমল নামায় লেখা হয়।

পাক কালাম ফাতেহা শরীফ ও নফল নামাযের মোনাজাত

হে আল্লাহ! পাক কালাম ফাতেহা শরীফ ও দুই রাক'য়াত নফল নামাযের ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া কবুল কর। ইহার সওয়াব নযর পৌছাও আমাদের দয়াল নবী ছরওয়ারে কায়েনাত মোফাখ্খারে মউজুদাত হযরত আহ্মদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ), তাঁহার আল-আওলাদ, আল আস্হাব, আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাত,

খেলাফায়ে রাশেদীন, আশা'রায়ে মুবাশ্বে'রা ও আহলে বাইতের হুজুরে। সওয়াব নজর পৌছাও খাতুনে জান্নাত হযরত মা ফাতেমাতুজ্জোহরা (রাঃ) হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁহাদের মোহাব্বতে যত শহীদান কারবালার ময়দানে শহীদ হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে। হে খোদা ! সওয়াব নযর পৌঁছাও আমাদের দয়াল পীর দস্তগীর, আরেফে কামেল, মোর্শেদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান শাহসূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ) ক্বেবলাজানের সম্মানিক মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী জিসমানী আওলাদ, পীর ভাই, পীর বোন ও মোহব্বতের লোক যাহারা এ পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়াছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে। ইয়া আল্লাহ্! সওয়াব নযর পৌঁছাও আমাদের দাদা হুজুর কুতুবে রাব্বানী, আলেমে হাক্কানী মুফাছছিরে কুরআন, শাহ্সূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা কুতুবু উদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর হুজুরে। সওয়াব নযর পৌঁছাও আমাদের পীরানে পীর শাহ্সূফী সৈয়দ সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (রঃ) এর হুজুরে। সওয়াব নযর পৌঁছাও সুলতানুল আউলিয়া খাজা এনায়েতপুরী (কুঃ ছিঃ আঃ) সাহেবের হুজুরে।

ইয়া আল্লাহ! দয়া করিয়া সওয়াব নজর পৌঁছাও হযরত শাহ্সূফী খাজা সাইফুদ্দীন শম্ভুগঞ্জী (রঃ) এবং হযরত শাহ্সূফী শ্যামলীবাগী (রাঃ) এর হুজুরে।
ইয়া আল্লাহ্ দয়া করিয়া সওয়াব নযর পৌঁছাও হযরত শাহসূফী

মোর্শেদের দরবারে কেহ শোরগোল ও বেয়াদবী করিবেন না, যদি কেহ বেয়াদবী করেন তবে একদিন আগে-পাছে তকদীরে পোকা ধরিবে - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ্ মেহেদীবাগী (রঃ) এর হুজুরে। হে আল্লাহ! দয়া করিয়া সওয়াব নযর পৌঁছাও হযরত শাহ্সূফী ফতেহ্ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ) এর হুজুরে। হে আল্লাহ! দয়া করিয়া সওয়াব নযর পৌঁছাও আমাদের তরিকার ইমাম ও তরিকার বাদশাহ হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দ মোজাদ্দেদ আল-ফেছানী আল ফারুকী (রঃ), শামসুল আরেফিন-হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী আল বোখারী (রঃ), হযরত গাওছুল আজম আবদুল কাদের জ্বিলানী বাগদাদী (রঃ) এবং হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী (রঃ) এর হুজুরে। সওয়া নজর পৌঁছাও হযরত মাদার (রঃ), হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত শাহ্ জালাল ও শাহপরান ইয়ামেনী (রঃ), সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ), হযরত শরফুদ্দীন চিশতী হাইকোর্টী (রঃ) এর হুজুরে। সাওয়াব নজর পৌঁছাও ফানা উল ফানা হযরত মুনসুর হাল্লাজ (রঃ), হযরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) ফানায়ে রাসূল হযরত বেলাল (রাঃ) এর আরওয়াহ পাকের হুজুরে। হে আল্লাহ! দয়া করিয়া সওয়াব নজর পৌঁছাও দররে মাকনুন, মারহুমা মাগফুরা হযরত জহুরা খাতুন (রঃ) ও তাঁহার কলিজার টুকরা হযরত সৈয়দ এহসান আহমেদ (রঃ) এবং তাঁদের নেছবতে যত অলী আল্লাহ, গাউছ-কুতুব, নজীব নুজাবা-নুকাবা, আখিয়াল-আবদাল ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের বিশ্ব গর্ভধারিণি মা, জন্মদাতা পিতা, মোহব্বতের জন, ভালোবাসার জন, জান্নাতুল বাকী ও জান্নাতুল মাওয়ার সবার আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে সওয়াব নজর পৌঁছাও।

আমার দিকে যে ব্যাক্তি রুজ্জু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরন কর - আল কোরআন

হে আল্লাহ ! তামাম বিশ্বের মু'মিন মুসলমানদের রাসূল পাকের সত্য তরিকায় সামিল কর। এই মোজ্জাদ্দেদীয়া তরিকার সামিয়ানার নিচে জায়গা নিয়া যাহারা কবর বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে সওয়াব নজর পৌছাও। হে আল্লাহ্ ! যাদের কাছে আমরা হুক্কুল ইবাদ এর কারনে আটক আছি তাহাদের আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে নযর পৌছাইয়া আমাদের মুক্তি দান কর। ইয়া আল্লাহ! দয়া করিয়া আখেরী যামানার ফেৎনা ফাসাদ হইতে আমাদেরকে রক্ষা করো, আমাদেরকে এই তৌফিক ভিক্ষা দাও যেন এক মুহুর্তও তোমাকে না ভুলি। হে আল্লাহ্ ! তোমার নাম লইতে লইতে তোমার গুণ গাইতে গাইতে তোমার জামালের দিদারের হাউসে কাবাব বনতে বনতে তোমার নূরের এশকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের দান করিও। আমীন! ছুম্মা আমীন বাহক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

প্রতি ফরয নামাজের পরের নির্ধারিত মোনাজাত নিম্নরূপ

হে আল্লাহ ! নফছের খায়েশে ও শয়তানের ধোকায় পড়ে যত প্রকার অন্যায় ও ভুল করেছি তোমার মহান মনোনীত অলী বন্ধুর উছিলায় ক্ষমা করে দাও। যে পথে চললে তুমি রাজি থাক সে পথে চালাও। যে পথে চললে তুমি তোমার রাসূল এবং তোমার অলীগণ নাখোশ ও বেজার হইয়া যায় সে পথ হইতে আমাদেরকে ফিরাইয়া রাখ। তুমি সর্বশক্তিমান তোমার শক্তি ছাড়া চলার কোন উপায় নাই। আমীন।

ছবর ই (ধৈয্য) হলো ধর্ম - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

খতম শরীফ

* প্রথমে নক্‌শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া তরিকার দরূদ শরীফ ১০০ বার। এরপর নিম্নোক্ত দোয়া ৫০০ বার-
* **উচ্চারণ: "লা হাওলা ওয়ালা কুউ'অতা ইল্লা বিল্লাহ্"।** অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারো কোন প্রকার শক্তি ও প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষমতা নাই।
* পুনরায় দরূদ শরীফ ১০০ বার।

খতম শরীফের মুনাজাত

হে আল্লাহ ! তরিকার নিয়মানুযায়ী খতম শরীফ পাঠ করিয়াছি। এই খতম শরীফের ভুল-ত্রুটি মাফ করে কবুল কর। ইহার সাওয়াব নজর পৌছাও তরিকতের বাদশাহ, তরিকার ইমাম হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দ মোজাদ্দেদ আল-ফেসানী আল ফারুকী (রঃ) এর হুজুরে।

হে মোজাদ্দেদ এই খতম শরীফের নজরানা আপনি দয়া করে কবুল করেন। হে আল্লাহ আমাদের জাকের ভাই ও জাকের বোনদের জানমাল, বিবি-বাচ্চা, ইজ্জত-হুরমত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেতী-খামার, চাকরী-নকরী, কুতুববাগ শরীফ ও দায়রা শরীফ এবং এই মহান তরিকা প্রচারের খাদেম-খাদেমা যে যেখানে আছে সকলকে আজকের ফজর হইতে আগামী ফজর পর্যন্ত কুউআতের কেল্লায় কেল্লা বন্দী করে রাখ। আমীন ছুম্মা আমীন বাহাকে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তোমরা সত্যবাদীগনের সঙ্গী হও।
- আল কোরআন

খতম শরীফ পড়িয়া হযরত মোজাদ্দেদ সাহেবের শানে নিম্নোক্ত গজল পেশ করিতে হয়

মোজাদ্দেদ আল-ফেছানী মান, মোজাদ্দেদ আল-ফেছানী মান,
দেলো জানম বাশ্ ও কেতু, বহরদম যা রে মিনালেদ,
নামা আতাল আতে জিবা। ঐ,
গোলামে তু শুদাম আজ্জান, মুরীদেতু শুদাম আজদেল,
শুয়াদ বর পায়েতু কুরবা। ঐ
বমিছকিনাম দরে গা-হাদ, চু-ফরমায়ে নযর বারে,
বহা-লম হাম নযর ফরমা, কে খাকেপা-এ মিছকিনাম। ঐ

খতম-শরীফ পাঠের উপকারীতা ঃ

খতম-শরীফ অত্যন্ত মূল্যবান অজীফা। নিয়মিতভাবে এই খতম শরীফ পড়িয়া মোজাদ্দেদ আল-ফেছানী (রঃ) সাহেবকে নজরানা দিবেন। কখনও এই খতম শরীফ বাদ দিবেন না। যদি বাদ পড়িয়া যায় তাহলে অন্য সময় ইহা আদায় করিয়া লইবেন।

মোজাদ্দেদ আল-ফেছানী (রঃ) সাহেব বলেন, খতম শরীফে নিরানব্বই প্রকার রোগের ঔষধ নিহিত রহিয়াছে। যদি কখনও আপনি কোন কঠিন বিপদে বা মুছিবতে পড়েন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লা-তা'আলার তরফ হইতে মদদ বা সাহায্য পাইবেন এবং বিপদ হইতে মুক্তি পাইবেন। এই অজীফা নিয়মিত পাঠ করিলে আল্লাহ- তা'আলা আপনাদেরকে কঠিন রোগ-ব্যাধি, বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ ও তকদীরের খারাবী হইতে হেফাযতে রাখিবেন।

সাবধান, নিশ্চয়ই আউলিয়াগনের কোন ভয় এবং চিন্তা নাই।
- আল কোরআন

জোহর ওয়াক্ত

জোহর নামাজের ফরজ ও সুন্নত নামাজের পর নিম্নলিখিত নিয়মে দুই রাকা'আত নফল নামাজ পড়িবেন।

প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করিবেন। যাহাদের সূরা কাফিরুন জানা নাই, তিনি উভয় রাকা'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস (কুল হুআল্লাহ) দ্বারা আদায় করিবেন ও নামাযের পর মোনাজাত করিবেন। (ফাতেহা ও নফল শরীফের মোনাজাত অংশ দ্রষ্টব্য)

জোহর নামাজের পর দয়াল নবীজির মোহব্বতের ফায়েজ ওয়ারেদ হয়। মোনাজাত শেষ করিয়া পীর ক্বেবলাজানের পাক দিলের সহিত নিজের দিল মিশাইয়া পীরানে পীরগণের পবিত্র দিলের উছিলা করিয়া এবং হযরত রাসূলে (সাঃ) এর পাক দিল মোবারকের সঙ্গে নিজের দিল মিশাইয়া দিলকে আল্লাহর জাত পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ করিয়া রাসূলে পাক (সাঃ) এর খাস মোহাব্বত ও এশকের ফায়েজ ভিক্ষা চাহিবেন। ইহাতে রাসূল (সাঃ) এর মোহাব্বতে দিল পূর্ণ হইবে ও শান্তি লাভ করিবেন।

আসরের ওয়াক্ত

আসরের নামাজের পরে তাসবীহে ফাহেমী অর্থাৎ-সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ্ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়িবেন। আসরের নামাযের পর তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ ওয়ারেদ হয়। তাই নামাজ শেষে একনিষ্ঠভাবে বসিয়া আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ সহ তওবা করিবেন। তারপর কিছু সময় ইছ্মেজাত আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবেন।

ইলম (শরীয়ত ও মারেফাতের) শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ - আল হাদীস

মাগরিবের ওয়াক্ত

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত নামাজের পরে পূর্বের নফল নামাজের নিয়মে দুই রাকা'আত নফল নামাজ ও ফাতেহা শরীফ পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবেন। মাগরিবের সময় পাঁচ প্রকার ফায়েজ ওয়ারেদ হইতে থাকে। তারপর উছিলা ধরিয়া নিম্নলিখিত ফায়েজ খেয়াল করিবেন।

১ম ঃ হাকীকতে তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ।
২য় ঃ দোসরা দায়েরা হইতে কুওয়াতে এলাহিয়ার ফায়েজ।
৩য় ঃ হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) এর খাস হুব্বে-মোহব্বতের ফায়েজ।
৪র্থ ঃ আল্লাহ পাকের খাস হুব্বে-মোহব্বতের ফায়েজ।
৫ম ঃ আনওয়ারে জিকিরে এলাহিয়ার ফায়েজ।
তার পর কিছু সময় আল্লাহ পাকের ইছমেজাত আল্লাহ আল্লাহ জিকির করিবেন।

উছিলা ধরা বা মোরাকাবা ও মোশাহেদা এবং নিজ মোর্শেদ ও পীরানে পীরগণের সাথে দিল মিশানোর নিয়মঃ

"আমার দিল আমার মোর্শেদের দিকে মোতাওয়াজ্জু আছে। আমার মোর্শেদের দিল আল্লাহ পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জু আছে।"

সকলেই আদবের সাথে বসে যান, খেয়াল আপন আপন ক্বালবে ডুবান (ক্বালব বামস্তনের দুই আঙ্গুল নিচে)। যেখানে আপন মোর্শেদ শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সেই দিল দরিয়ার মাঝে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ভুলে গিয়ে ডুবিয়া যান। এমনভাবে ডুবিয়া যান যেমনিভাবে সাগরের মধ্যে এক টুকরা পাথর নিক্ষেপ করলে ধীরে ধীরে সাগরের তলদেশে হারিয়ে যায়, আপন দিল দরিয়ার মাঝে ডুবিয়া যান, আর মাবুদ মাওলাকে তালাশ করেন, যে মাবুদ মাওলা আমাদেরকে সৃষ্টি করিয়া কোথায় জানি লুকিয়েছে, তাই আল্লাহপাক বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিবে, সে ব্যক্তি কখনও দোজখে প্রবেশ করিবে না - আল হাদীস

"ওয়াফি আন-ফুছিকুম আফালা তুবছিরুন"

অর্থাৎ ঃ হে বান্দা তুমি আমাকে খোঁজনা তাই আমাকে পাওনা, আমি তালাশী বান্দার দিলের জানালা দিয়ে দেখা দিয়ে থাকি। সেই মাবুব মাওলাকে জীবনভর একাকী তালাশ করলে সন্ধান মিলবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত উছিলা না ধরিবে, তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ **"ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা অবতাগু ইলাইহিল উছিলা"** অর্থাৎ ঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে পাওয়ার জন্য উছিলা বা মাধ্যম তালাশ কর। (আল-কোনআন, সূরা-মায়েদা-৩৫)

সেই উছিলা হচ্ছে জামানার কামেল মোকাম্মেল অলী-আউলিয়াগণ। আমাদের উছিলা হচ্ছে আমাদের মহান মোর্শেদ দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলা ও কাবা। সে দয়াল দরদী আপন মোর্শেদের রাঙ্গা কদম খেয়ালের হাতে জড়াইয়া ধরেন।

আপন মোর্শেদের দিল পাক, আর মুরিদের দিল নাপাক, পীর কখনও চায় না নিজের পাক দিলকে মুরিদের নাপাক দিলের সঙ্গে মিশাইতে। কিন্তু মুরিদ যখন দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে নিজের নাপাক দিলকে পীরের পাক দিলের সঙ্গে মিশাইতে কাকুতি-মিনতী করে তখন পীর আর সহ্য করতে না পেরে নিজের পাক দিলের সঙ্গে মুরিদের নাপাক দিল মিশাইয়া নেন তখন মুরিদের দিল পাক হয়ে যায়।

"পীরের দিলে দিল মিশাইলে, মুর্দা দিলও জিন্দা হয়
অকুলও দরিয়ার মাঝে ডুবা তরী ভেসে যায়
আপনা দিল কর সাদা, কেনো ভাবো জুদা জুদা
যথায় মোর্শেদ তথায় খোদা, ঐ নামেতে ডুবে রও"

কিছুর সময় ধ্যান করা ৬০ বছর নফল ইবাদত বন্দেগীর চেয়ে উত্তম- আল হাদীস

তারপর খেয়ালে খেয়ালে চলিয়া যান মাতুয়াইল দরবার শরীফে দাদা পীরের পাক কদমে। দাদা জানের পাক কদম দিলের হাত দিয়া জড়াইয়া ধরেন এবং দাদাজানের পাক দিলের সাথে দিল মিশাইয়া ঐ কদমের উছিলা নিয়া চলিয়া যান চন্দ্রপাড়া দরবার শরীফে শাহসূফী চন্দ্রপুরী (রঃ) এর পাক কদম খেয়ালের হাত দিয়া জড়াইয়া ধরেন। তাঁহার পাক দিলের সাথে নিজের দিল মিশান। তারপর খেয়ালে খেয়ালে চলিয়া যান এনায়েতপুরী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পাক কদমে এবং তাঁহার পাক দিলের সাথে নিজের দিল মিশান। তারপর খেয়াল করুন শরীয়তের পর্দার অন্তরালে আফজানে জামানিয়া মরহুমা মাগফুরা হযরত জহুরা খাতুন (রঃ) এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ ইহতে ফায়েজ আসিয়া আমাদের দিলে পড়িতেছে। তারপর চলিয়া যান শাহসূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ্ মেহেদীবাগী (রঃ) এর পাক কদমে। তাঁহার পাক দিলের সঙ্গে নিজের দিল মিশাইয়া খেয়ালের হাত দিয়া তাঁহার পাক কদম দুই খানা জড়াইয়া ধরেন। তারপর চলে যান ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসূলেনোমা (রঃ) এর কাছে। তাঁহার পাক দিলের সঙ্গে নিজের দিল মিশান।

তারপর চলে যান তরীকার ইমাম হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দ মোজাদ্দেদ আল-ফেছানী আল ফারুকী (রঃ) এর কাছে। তাঁহার পাক দিলের সঙ্গে নিজের দিল মিশাইয়া খেয়ালের হাত দিয়া তাঁহার পাক কদম দুই খানা জড়াইয়া ধরেন। (মাগরিব ও আছরের ফায়েযের সময় আদম (আঃ) এর কদম মোবারকে হাজির হন এবং তাহার পাক দিলের সঙ্গে নিজের নাপাক দিল মিশাইবেন।) মোজাদ্দেদ সাহেবের পাক দিলের উছিলা নিয়া চলে যান আরাফাতের ময়দানে। যেখানে বাবা হযরত আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) এর মিলনের স্থান। তাঁহাদের পাক দিলের সহিত নিজের দিল মিশাইয়া খেয়ালে খেয়ালে চলে যান সোনার মদীনায় যেখানে

এলমে শরীয়ত বাহিরের দিককে পরিশুদ্ধ করে, আর এলমে তাসাউফ অন্তর পবিত্র করে - ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)

আশেকদের বালাখানা, পাপী তাপী, গোনাহগারদের গুনাহ মাফের জায়গা। তারপর দয়াল নবীকে মোহাব্বতের সহিত কয়েক মরতবা ডাকুন

"ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আ'লামিন, ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আ'লামিন
ইয়া শাফীআ'ল মোজনোবীন, ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আ'লামিন"

দয়াল নবী রাহ্মাতাল্লিল আ'লামিনের পাক কদম দিলের হাত দিয়া জড়াইয়া ধরেন এবং দু'খানা জুতা মোবারক ভিক্ষা চান। একখানা জুতা মোবারক দিলের মাথায় টুপি পড়ান। আরেকখানা জুতা মোবারক দিলের গলায় মালা পড়ান। এই সুসজ্জিত দিল নিয়া আল্লাহ পাকের আরশ মহল্লার ছায়াতলে যান।

আল্লাহ হুজুরে হাজির হইয়া খেয়াল করিবেন মাথার চান্দি বরাবর সপ্তম আসমান তাহার উপর আরশে আযীম, আরশে আযীমের উপর তওবা কবুলিয়াতের মোকাম। সেখানে তওবার দরজা খোলা আছে। হাকিকতে তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজের উম্মেদার হইয়া দিলের ঝোলা পাতিয়া মহান আল্লাহ তা'য়াল্লাকে এই তিন নাম ধরিয়া ডাকেন।

"ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।"

এইভাবে কয়েকবার ডাকার পর তওবা করিবেন। তওবার পরে খেয়াল করিবেন হাকিকতে তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ আসিয়া আল্লাহর জাত পাক হইয়া দয়াল নবী রাসূলে পাক (সাঃ) এর পাক দিল হইয়া আরশে আযীম হইতে আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এর পাক দিল হইয়া তামাম পীরানে পীরগণের পাক দিল হইয়া আপনার দিলে আসিতেছে। দিলের জাহের, বাতেন, ছফীদায়ে ক্বালবে ৭০ হাজার পর্দার অন্তরালে গুনাহের পাহাড় গুনাহের তাছীর, গুনাহের অন্ধকার, গুনাহের যুলমাত, গুনাহ করিবার হাউস, সবই হাকিকতে তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজের

আল্লাহকে চিনিবার পথে অনেক দুঃখ কষ্ট ও লোক নিন্দা সহ্য করিতে হয় - দয়াল খাজাবাবা কুতুবাগী

আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাইয়া হইয়া নাই হইয়া গেল। দিল সাফ হইয়া গেল। তারপর খেয়াল করিবেন দোসরা দায়রা হইতে কুওয়াতে এলাহিয়ার ফায়েজ আসিয়া আল্লাহর জাত পাক হইয়া দয়াল নবী রাসূলে পাক (সাঃ) এর পাক দিল হইয়া পীরানে পীরগণের দিলের নালা হইয়া দিল ভরিতেছে। দিলের জাহের বাতেন ছফীদায়ে ক্বালব ৭০ হাজার পর্দার অন্তরালে গুনাহের পাহাড়, গুনাহের তাছীর, গুনাগের যুলমাত, গুনাহ করিবার হাউস কুওয়াতে মুগুরে চূর্ন-বিচূর্ন হইয়া ছাকিয়া ছাকিয়া ধ্বংস হইয়া গেল। মাথার চান্দি হইতে পায়ের তলা পর্যন্ত যত রকমের রোগ-শোক, বালা মুছিবত, তাকদীরের খারাবী, জিন, ভূত দেও-দানবের তছর-তাছির, বাড়ী-ঘর, মাল-সামানার উপর যত রকমের বালা মুছিবত, দুশমনের দুশমনী, মুনাফিকের মুনাফিকী, শয়তানের শয়তানী, তাবিজ-তুমারের গুনগ্রাম, উপস্থিত অজানা বালা মুছিবতের গুনগ্রাম, ছিটা-ফুটা হনুর-হেকমত, ছাকিয়া ছাকিয়া ধ্বংস হইয়া নাই হইয়া গেল। দিল সাফ হইয়া গেল। অতঃপর খেয়াল করিবেন আসমান যমিন আল্লাহর কুওয়াতের ফায়েজে ঘরিয়া ও ভরিয়া, বাড়ী-ঘর বিত্ত-ব্যাসাদ, মাল-সামানা ও বিবি বাচ্চা এসব কিছু আজকের সন্ধ্যা হইতে কাল সকাল পর্যন্ত কুওয়াতের ফায়েজে কেল্লায় কেল্লাবন্দী করিয়া রাখবেন। যদি প্রতিদিন দুইবার নিজেদেরকে কেল্লাবন্দী করিয়া রাখেন তাহলে আপনাদিগকে কেউ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। অতঃপর খেয়াল করিবেন, রাসূল (সাঃ) এর হুব্বে এশকের ফায়েজ, আল্লার কুওয়াতে রাসূল (সাঃ) এর পাক দিল হইয়া সমস্ত পীরানে পীরগণের পাক দিলের উছিলায় খাজাবাবার পবিত্র পাক দিল হইয়া আমার দিলে আসিতেছে, দিল অতঃপর কিছুক্ষণ জিকিরে ক্বালবে ডুবিয়া থাকিবেন।

নামাজ হলো মু'মিন লোকের জন্য মে'রাজ।
- আল হাদীস

সাফ হইতেছে। অতঃপর সাফ দিলে খেলায় করেন আল্লাহর খাছ হুব্বে এশকের ফায়েজ আল্লাহর জাত পাক হইয়া রাসূল পাক (সাঃ) এর পাক দিল হইয়া পীরানে পীরগণের দিলের উছিলায় খাজাবাবার পাক দিল হইয়া আমাদের দিলে আসিতেছে, দিল সাফ হইতেছে। অতঃপর সাফ দিলে খেয়াল করিবেন আনওয়ারে জিকিরে এলাহিয়ার ফায়েজ আল্লাহ তা'য়ালার কুওয়াত ও লজ্জত মোহব্বতের সাথে ভরিয়া, মুর্দা দিল জিন্দা হইয়া লতীফায়ে ক্বালবে ইসমে জাত আল্লাহ আল্লাহ জিকির জারী হইতেছে।

এশার ওয়াক্ত

এশার ফরজ ও সুন্নত নামাজের পরে পূর্বের নফল নামাজের নিয়মে দুই রাকা'আত নফল নামাজ পড়িয়া উহার মোনাজাত করিবেন এবং পরে বেতের নামাজ পড়িবেন। বেতের নামাজের পর হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) এর গায়রাতের ফায়েজ খেয়াল করিবেন। গায়রাতের ফায়েজ দ্বারা ক্বালব পরিষ্কার করিয়া আল্লাহ তা'আলার হুজুরে মোতাওয়াজ্জু হইয়া রসুল পাক (সাঃ) এর মোহব্বতের দিল ভরিয়া গেলে সাফ দিল পাতিয়া ৫০০ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া নবী পাককে নজরানা দিবেন।

দরূদ শরীফ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মদিঁউ উছিলাতী ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম।

রাসূল (সাঃ) এর মোহব্বাতই প্রকৃত ঈমান
- দয়াল খাজাবাবা কুতুবাগী

দরূদ শরীফের মোনাজাত

হে আল্লাহ ! তরিকার নিয়মানুযায়ী দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছি। এই দরূদ শরীফের ভুল ত্রুটি মাফ করে কবুল কর। ইহার সওয়াব নজর পৌছাও আকায়ে নামদার তাজেদারে মদীনা হুযুর পুর নূর (সাঃ) এর রওজা পাকে।

ইয়া রাসুল্লাল্লাহ ! এই দরূদ শরীফের নজরানা আপনি দয়া করে কবুল করেন। আপনার খাছ এশক, খাছ মোহাব্বত ও খাছ জিয়ারত নসীব করেন।

হে আল্লাহ ! আমাদের জাকের ভাই ও জাকের বোনদের জানমাল, বিবি-বাচ্চা, ইজ্জত-হুরমত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেতী খামার, চাকরী-নকরী, কুতুববাগ দরবার শরীফ ও দায়রা শরীফ এবং এই মহান তরিকা প্রচারের খাদেম-খাদেমা যে যেখানে আছে সকলকে আজ এশা হইতে আগামী এশা পর্যন্ত গায়রাতের কেল্লায় কেল্লা বন্দী করে রাখ।

আমীন ! ছুম্মা আমীন বাহাক্বে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আমার জিকিরের সহিত নামাজ কায়েম কর।
- আল কোরআন

মুরীদের আদব

০১। মুরীদকে অবশ্যই পীরের উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল থাকিতে হইবে, পীরের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। পীরের কোন কাজে সন্দেহ পোষণ করিবেন না।

২। পীর যাহা কিছু হুকুম করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

০৩। প্রয়োজন ছাড়া পীরের সামনে হাটা-চলা করিবেন না এবং তার ছায়ার উপর পা রাখবেন না।

০৪। পীরের উপস্থিতিতে উচ্চঃস্বরে কথা বলবেন না। পীরের সামনে আদবের সহিত নামাযের কায়দায় বসিবেন।

০৫। পীরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সম্মুখ দিক দিয়ে বিদায় নিবেন।

০৬। পীরের জায়নামাজে পা রাখিবেন না এবং তার ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করিবেন না।

০৭। তাঁহার ওযু গোসলের জায়গায় ওযু গোসল করিবেন না।

০৮। পীর যাকে ভালোবাসে তাকে ভালো জানবেন।

০৯। পীরের বাড়ী বা আবাস স্থলের দিকে পা রাখিবেন না এবং সেদিকে ফিরে এস্তেঞ্জাও করিবেন না।

১০। পীর যে কাজ যেভাবে করেন বা নির্দেশ দেন সে কাজ সেভাবে করিবেন।

১১। পীরের আওলাদগণকে ভালো বাসিবেন এবং সম্মান করিবেন।

১২। কিছুদিনের জন্য হলেও জান-মাল দিয়ে পীরের খেদমত করিবেন।

যদি আপনার আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর মোহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করিতে চান তাহলে কামেল পীরের সাহচর্য লাভ করার চেষ্টা করুন। - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

১৩। দরবারের কোন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকিবেন না। বিশেষ করে ওরছ শরীফে অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।
১৪। পীরের সামনে বসে অন্য কারো সাথে কোন কথা বলিবেন না এবং এদিক সেদিক তাকাইবেন না। পীরের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবেন।
১৫। নিজ মোর্শেদ হইতে অলৌকিক কেরামতী দেখার ইচ্ছ করিবেন না।
১৬। অনুমতি ব্যতীত পীরের সঙ্গ ছাড়িবেন না।

মোর্শেদ ক্বেবলাজানের শানে লেখা গজলঃ-

হে মোর্শেদ

বাবা জাকির শাহ্ তুমি তরিকায়ে মোজাদ্দেদীয়া
মাটি হয় সোনা, লাগলে তোমার ছোঁয়া,
আশেক মাশুক আসে তোমার দরবারে
মত্ত তুমি বাতেন খেলার কারবারে
তোমার পরশে ধন্য হল কুতুববাগিয়া। ঐ
পাপী তাপী আসে তোমার কাছে দলে দলে।
মার্জনা করেন আল্লাহ তোমাকে পরশমনি করিয়া" ঐ
তুমি অলিয়ে কামেল তুমি জামানার মোজাদ্দেদ।
খোয়াজ খিজির স্বাক্ষ্য দিয়ে তোমাকে করেন মদদ"
ওগো মোর্শেদ পার কর ওগো দরদিয়া'ঐ

যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হইতে চান তা হইলে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম মানিয়া চলুন। ইহাতে মারেফাতের জ্ঞান অর্জন করা সহজ হইবে - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

গজল

তোরা দেখবি যদি আয়-তোরা দেখবি যদি আয়
আল্লাহর অলী বসে আছেন কুতুববাগের গায়
কি জানি কি ভাবছেন বাবায় বসে নিরালায়। ঐ
বসে কাঁদে দিবা রাত্র নবীর প্রেমে হয়ে মত্ত্ব। ঐ
ভক্তগণকে পৌছাইবেন নূর নবীজীর পায়। ঐ
অধম কাঙ্গাল ভেবে বলে আল্লাহর অলী কুতুববাগে
মোজাদ্দেদের রূপ ধরিয়া ভবে এসেছেন বাবায়। ঐ

শানে কুতুববাগী

বাবার সুন্দর বদন খানি
শুধু চেয়ে দেখি আমি
আসিবে আসিবে বলিয়া বাবা
কেন যে আসিলে না হৃদয়ের মাঝে।ঐ
যত'ই বাবা তোমাকে দেখি
সাধ যেনো মিটে না, মিটে না আমার। ঐ
চারদিকে দেখি কত'ই ছবি
পাই না খুঁজে শুধু বাবাকে আমি। ঐ
যখন'ই দেখি বাবা নাই পাশে
মনে হয় পৃথিবীতে রবো না আমি। ঐ

আত্মশুদ্ধি করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আদর্শ ফরজ
- দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী

মাস'আলা ও ফতুয়া

১। প্রশ্নঃ নারীদের তরিকা গ্রহণ করিতে হইবে কিনা?
উত্তর ঃ হ্যাঁ অবশ্যই নারীদের তরিকা গ্রহণ করিতে হইবে।
দলিলঃ সুরা মুমতাহিনাহ্ আয়াত-১২, রুকু-১, পারা-২৮, বোখারী শরীফ, কউলুল জামীল, জিয়াউল কুলুব, মাকতুবাত শরীফ ১ম খন্ড।
২। নারীরা নিজ পীরের সাথে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে কিনা?
উত্তরঃ জাহেরী ও বাতেনী এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্যে নারীগণ পর্দার মাধ্যমে নিজ ওস্তাদ বা পীরের সাথে সাক্ষাৎ এবং কথা বলিতে পারিবেন।
৩। নারীরা হায়েজ নেফাস অবস্থায় কুরআন তেয়াওয়াত করিতে পারিবে কিনা?
উত্তর নারীরা হায়েজ অবস্থায় কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে পারিবে না। তবে না দেখিয়া মুখস্ত পড়িতে পারিবে। তাও ধারাবাহিক ভাবে নয়, ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিবেন।
৪। প্রশ্নঃ নারীরা হায়েজ নেফাস অবস্থায় মোরাকাবা-মোশাহেদা জিকির-আজকার এবং পীরের তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা?
উত্তরঃ হ্যাঁ ইত্যাদি করিতে পারিবেন। ইহাতে দোষ নাই।

৫। প্রশ্নঃ নারীরা হাযেজ নেফাস অবস্থায় দরূদ শরীফ পড়িতে পারিবে কিনা?
উত্তরঃ শরীয়তের বিধান মতে পড়িতে পারিবে তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে অপবিত্র অবস্থায় না পড়াই উত্তম।

মোর্শেদের দরবারে কেহ শোরগোল ও বেয়াদবী করিবেন না, যদি কেহ বেয়াদবী করেন তবে একদিন আগে-পাছে তকদীরে পোকা ধরিবে - দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী